পর্যায়—১

একক ১(ক) ❑ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

গঠন

১(ক).০ উদ্দেশ্য

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১(ক).২ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

১(ক).২.১ ফরাসি বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১(ক).২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১(ক).২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

১(ক).২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১(ক).২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

১(ক).২.৬ বারোঁ দ্য মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

১(ক).৩ সারাংশ

১(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

- ফরাসি বিপ্লব কী পশ্চিমি বা আটলান্টিক বিপ্লব?
- ফরাসি বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
- অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব
- ফরাসি বিপ্লবের কারণাবলী

১(ক).১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজ সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যে। ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র ও অভিজাত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে থাকলেও হাতেনাতে লড়াই করেছিল, শ্রমিক ও কৃষক।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ। কৃষির উন্নতির দরুন জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি ছিল। রেশম, বস্ত্র, শর্করা, খনি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক রমরমার ভিত্তি ছিল ভঙ্গুর। বিপ্লবের আগে এক দশক ধরে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। দু-তিন বছর ফসল ভালো হয়নি। ১৭৮৭ খ্রি. অজন্মার সঙ্গে মড়ক দেখা দিয়েছিল। দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করত। তার মধ্যে ৬৬ শতাংশ ছিল কৃষক। জমির মালিকানা ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল কৃষকশ্রেণীর প্রধান সমস্যা। চাষি-গৃহস্থ ভাগ-চাষি ও দিন মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

প্রাক্‌বিপ্লবী যুগের শ্রমিক শহরের সাঁ-কুলোৎ শ্রেণি ঠিক সর্বহারা ছিল না এদের এক চতুর্থাংশ ছিল ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক। তাদের বড়ো সমস্যা ছিল মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি বৃদ্ধির বাধা। উচ্চতর শ্রেণির কাছে 'ছোট লোক' (Menu peuple) বলে পরিচিত। বাজার থেকে খাদ্য উধাও হবার ফলে তাদের উত্তেজনার পারদমাত্রা ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল। আসলে, সব অসন্তোষ সব অশান্তির মূলে — ক্ষুধা — সর্বব্যাপী ক্ষুধা। দেশের অথনৈতিক সংকট যখন চরমে তখনি ১৭৮৯ খ্রি. ৫ মে স্টেটস জেনারেল আহ্বান করেন ফরাসিরাজ ষোড়শ লুই।

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন (Enlightenment) বহু মনীষীর দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি। মন্তেস্কু, ভলটেয়ার ও রুশো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা প্রসারিত করেছেন মানুষের মনের আকাশ—মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে আলোকিত করেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয়। এদের বৈপ্লবিক বাণী শোনার পর তৃতীয় এস্টেটের মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আসলে যে অর্থনৈতিক সংকট পুরানো জমানার স্তর-বিভক্ত সমাজের মূলভিত্তি চূর্ণ করে সর্বত্র উথাল-পাতাল কাণ্ড বাঁধিয়েছিল, তা দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে সরাসরি সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা পুরাতন ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল ও তৃতীয় এস্টেটকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১(ক).২ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

ফরাসি ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল (Alexix de Tocqueville) তাঁর গ্রন্থ The old Regime and the French Revolution-এ মন্তব্য করেছেন, ফরাসি বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও উদারনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন। অর্থাৎ বিপ্লব একাধারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করে ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই বিপ্লবের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হলে সাম্প্রতিক গবেষকদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয় দরকার। সাম্প্রতিক কালে গবেষক জ্যকস

গোদসো ও মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট পামার এই বিপ্লবকে এক দীর্ঘস্থায়ী ইউরোপীয় বিপ্লবের ফরাসি অধ্যায় রূপে বর্ণনা করেছেন। এইসব গবেষকদের মতে, ফরাসি বিপ্লব মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যাকে পশ্চিমি বিপ্লব বা আটলান্টিক বিপ্লব অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। বিশিষ্ট ফরাসি জননায়ক বারনেভ (Bernave)-এর দৃষ্টিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বেই দেশ-কাল-উত্তীর্ণ চরিত্র ধরা পড়েছিল। এই বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবেরই শেষ পরিণতি। সমগ্র ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে।

১(ক).২.১ ফরাসী বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতকে প্রাক্-বিপ্লবী ফরাসি সমাজ তিনটি স্তর (Estate)-এ বিভক্ত ছিল। যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট, অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় স্টেট-এর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজের স্তর বিন্যাসের মূলে ছিল সামন্ত প্রথা জনিত আইনগত অধিকারের তারতম্য। ফরাসি সমাজের প্রথম দুটি এস্টেট সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও অর্থ সম্পদ ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে এরা জাতি ও জীবনে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল ফরাসি সমাজে সুযোগ ও সুবিধাভোগী ও অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত।

প্রথম এস্টেটের মধ্যে ধনী ও প্রভাবশালী বিশপ ও আর্চবিশপের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সাধারণ গ্রাম্য প্যারিসের (Parish) যাজক শ্রেণিও ছিল। সেইজন্য এস্টেট কথাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চেয়ে আইনগত অধিকারের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। রাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার ওপর এদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরঙ্কুশ প্রভাবের নেপথ্যে ছিল দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিজড়িত যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। চার্চের ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপূরক তথা স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি রূপ। এছাড়া চার্চ রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতা দানের বিনিময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে সমর্থন যোগাত। সর্বশেষে যাজক তথা ফরাসি চার্চ সমকালীন চিন্তাধারার নতুন প্রসারকে রোধ করার ফলে দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমাজে যাজক সম্প্রদায়ই ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত। সে কারণেই চার্চ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়।

ফরাসি সমাজে দ্বিতীয় এস্টেট, অভিজাত শ্রেণির সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। সমগ্র ফ্রান্সে এক পঞ্চমাংশ জমি ছিল এদের মালিকানাভুক্ত। এদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ছিল অসংখ্য। তারা সকল প্রকার কর থেকে অব্যাহতি পেত। অন্যদিকে সকল প্রকার সরকারি পদগুলি ছিল এদের একচেটিয়া। তবে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছিল যথেষ্ট। অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল অসিধারী গোষ্ঠী। ফরাসি সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এদের নীচে ছিল পোশাকি অভিজাত গোষ্ঠী। যারা সরকারি পদ অতীত কালে কিনে তার সঙ্গে পেয়েছিলেন বিশেষ অভিজাত পোশাক পরার অধিকার। অসিধারী ও পোশাকি অভিজাতদের মধ্যেও বিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল দরবারি অভিজাত ও প্রাদেশিক অভিজাতদের মধ্যেও। বনেদি ও নতুন সরকারি চাকুরে অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছাড়াও নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল অহেতুক বিলাস ব্যসন, আড্ডা ও জুয়া খেলার প্রভাবে। শিক্ষিত জনমত পরগাছারূপী অভিজাত শ্রেণির কঠোর সমালোচনা করত। কৃষক শ্রেণিও সামন্ত প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ফরাসি সমাজের সর্বনিম্নেই ছিল বিশেষ অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এরা দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষক শ্রেণি। মোটামুটিভাবে কুটির শিল্পী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় (সাঁকুলোৎ শ্রেণি) ছিল এই কৃষক শ্রেণি ভুক্ত। ফরাসি সমাজে সবচেয়ে বেশি আলোকপ্রাপ্ত ও সচেতন শ্রেণি ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অষ্টাদশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিল— ব্যাবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন পেশা। ধনিক, বণিক, ব্যাংক মালিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মচারী, কারিগর এবং দোকানদার প্রভৃতি নানা জীবিকার লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে ফরাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। রাজপথ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে ফ্রান্সে ব্যাবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সরকারি রসদ সরবরাহ করে এরা প্রচুর অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে। দূরবর্তী উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমেও এরা ধনী হয়। প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি সমাজেও কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিল্পপতি থেকে শুরু করে স্বাধীন কারিগর সকলেই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরাই তৃতীয় এস্টেটের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সনাতন সংস্কার মুক্ত এই মধ্যবিত্তরাই ছিল ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কঠোর সমালোচক। বাক্-স্বাধীনতা হরণ ও জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে এরাই সোচ্চার হয়। স্বভাবতই এদের কাছ থেকে বিপ্লবী নেতৃত্ব এসেছিল। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্ব (১৭৮৯-৯৫) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল।

১(ক).২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ফ্রান্সের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত ছবি তুলে ধরা কঠিন। তবে ফ্রান্সের পরিস্থিতি যে বেশ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু ফ্রান্সের রাজকোষই নিঃশেষ হয়ে যায়নি, ফরাসি আর্থনীতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল অবসন্ন ও দুর্বিসহ। সমকালীন ফরাসি অর্থমন্ত্রী নেকারের গ্রন্থ "আর্থনীতিক পর্যালোচনা" থেকে জানা যায় যে, ফরাসি জনগণ সরকারকে মোট ৫৮৫ মিলিয়ন লিভর কর দিত। প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের উপর সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় প্রায়ই যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হত যে, রক্ত দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায় শোধ করে থাকে, অর্থ দিয়ে নয়। ফরাসি কর ব্যবস্থা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাপিতাসিওঁ (Capitation) ছিল ফরাসি জনগণের ওপর নির্দিষ্ট মাথা পিছু কর যাকে আধুনিক কালে আয়কর হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফরাসি জনসাধারণকে ২২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে এ কর আদায় করা হত। ভ্যাঁতিয়েম (Vingtiem) ছিল ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির ওপর বিশ শতাংশ হারে কর। পরে অবশ্য এই কর দশ থেকে এগারো ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণি তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ও আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দিত। কৃষক, শ্রমজীবী ও জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। ফলে কৃষকদের আয়ের পাঁচ ভাগের চারভাগ নিঃশেষিত হত। স্বভাবতই প্রত্যক্ষ কর দেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের মনোভাব ছিল নিছক নেতিবাচক।

প্রধান পরোক্ষ কর লবণ কর, আবগারি কর, নগর শুল্ক ও আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রভৃতি করগুলি ছিল অসংগত ও জবরদস্তিমূলক। লবণ করের জন্য ক্রেতাকে লবণের মূল্য দামের চাইতে ৫০-৬০ ভাগ বেশি দামে লবণ ক্রয় করতে হত। আবগারি কর শুধুমাত্র মাদক দ্রব্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করা সকল পণ্যের উপরই ধার্য করা হত। এক নগর থেকে অন্য নগর অথবা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পণ্য পরিবহণের সময় শুল্ক ধার্য করা হত। অন্যান্য পরোক্ষ করের মধ্যে

তামাকের একচেটিয়া ব্যাবসা, ডাক টিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপর কর আদায় করতেন এক শ্রেণির বেসরকারি ইজারাদার।

প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থা ছিল নির্যাতনমূলক। এই ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি এই সকল কর থেকে অব্যাহতি পেলেও সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর করের বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। এই কর প্রথা বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির পথকে রুদ্ধ করত। ফলে ফরাসি সরকার দীর্ঘদিন ধরে এক বিপুল পরিমাণ জাতীয় ঋণের মাধ্যমে সরকারি আয়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করত। ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ফরাসি সরকার পদ, উপাধি, সম্মান ও পৌর অধিকারও বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি রূপায়ণের জন্য যে বহু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তা থেকেই ফ্রান্সের আর্থিক ঘাটতি শুরু হয় যা পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। তবে শান্তির সময়ও রাজকোষের অভাবে মূল কারণ ছিল অভিজাত শ্রেণির তদানীন্তন কর ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগ।

১(ক).২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ও একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়। ফরাসি রাজতন্ত্র সপ্তদশ শতকে এক নিরংকুশ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। বুঁর্বো রাজারা ছিলেন একাধারে প্রশাসন আইন ও বিচার বিভাগের নিয়ামক। ফরাসি যাজক, অভিজাত ও সাধারণ মানুষের যে প্রতিনিধি সভা এস্টেট জেনারেল (Estates General) ফ্রান্সে গড়ে উঠেছিল তার কোনো অধিবেশন ১৬১৪ সালের পরে অনুষ্ঠিত হয়নি। উনিশ শতকের জননায়ক লা মার্টিন মন্তব্য করেছেন, "জাতির দৃষ্টিতে রাজা ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁকে মেনে চলাই ছিল ধর্ম"। রাজার বিরুদ্ধে কোনোরূপ রাজনৈতিক সমালোচনা সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন অথবা মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবি স্বীকৃত ছিল না। তবে প্রাক-বিপ্লবী ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই লক্ষিত হয়। তাছাড়া ফ্রান্সের আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থা ও ওজন মাপার মানদণ্ডের মধ্যে স্থানীয় বৈচিত্র ছিল।

প্রাক্ বিপ্লব ফরাসি প্রশাসনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীন আইনবিধির অভাব। ফ্রান্সের তখন প্রায় চারশো রকমের আইন প্রচলিত ছিল। ফলে ফ্রান্সে এক স্থানের আইন, অন্যত্র স্বীকৃতি পেত না। বিচার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত জটিল ও মন্থর। দণ্ডবিধিও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক। বিচারকরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পদে নিযুক্ত হতেন। ফ্রান্সের সবচেয়ে উচ্চ আদালত ছিল প্যারিসের পার্লেমেন্ট (Parlement) ফলে প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিভেদ প্রথার প্রতিফলন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তা দুর্নীতিপরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন। পঞ্চদশ লুই-এর আমলে রাজ সিংহাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তিনি তাঁর পুরাতন ঐতিহ্য ও সনাতন বিধি ব্যবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হননি। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চদশ লুই-এর পৌত্র ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার সদিচ্ছা ও উদারতা সত্ত্বেও স্বাভাবিক প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃঢ়তার অভাব ফরাসি প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর শাসন কালে প্রথম সাত বছর তুর্গো, নেকার ও ক্যালোন প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তা রাজার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রাজার সংস্কার কর্মসূচির ব্যর্থতা রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণির জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক দুর্বল করে ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে যার ফলে ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

১(ক).২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল। তবে এযুগের বহু রাজা একাধারে স্বৈরাচারী অপর দিকে জ্ঞানদীপ্ত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল জনগণের জন্য, কিন্তু সরকার পরিচালনায় জনগণের স্থান ছিল না। এই তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন ফরাসি রাজা ও তাঁর নিযুক্ত চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—যাঁরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি, সমরদপ্তর ও নৌবহরের দেখাশোনা করতেন। ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র ফ্রান্সে অসংখ্য আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বৈরচান্ত্রিক রাজার নির্দেশে প্রদেশ শাসনের কর্ণধার ছিলেন ইনটেনডেন্ট (Intendant) তবে স্বৈরতন্ত্রের অনাচার ও দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা, যাকে কেন্দ্র করে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি কর থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে। ফলে সামগ্রিক চাপটি তৃতীয় এস্টেটের উপর পড়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল বিপ্লবের প্রাক্কালে এক ব্যাপক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। এই অবস্থার জন্য রাজার ভূমিকার উপর আলোকপাত করা দরকার। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সের রাজা সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখতে পারছিলেন না। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩০,০০০,০০০ লিভর। এর মধ্যে সরকারি ঋণ বাবদ সুদের অংক ছিল ৩১৮,০০০,০০০ লিভর। ফ্রান্সের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রথম কারণ অহেতুক ও অনাবশ্যক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়। ১৭৪০-৪৮ সালে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। এ দুটি যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপুল অর্থব্যয় তার রাজনৈতিক দেউলিয়ার পথ খুলে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি ও সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অনর্থক বিলাস ব্যসন। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করলে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব তুর্গো, নেকার, ক্যালোন ও ব্রিঁয়া দিয়েছিলেন তা প্রথম দুই এস্টেটের তীব্র বিরোধিতার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ষোড়শ লুই ১৭৮৯ সালের ৫ মে এস্টেট জেনারেল অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হন। রাজা এস্টেট জেনারেল আহ্বান করে রাজতন্ত্রকে রক্ষার যে সুযোগ গ্রহণ করেন তা অভিজাত শ্রেণির হঠকারিতার ফলে তা সমাজ পুনর্গঠন তথা আমূল বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

আর্থ সামাজিক সংকট, স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসনে নেতৃত্বের দুর্বলতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিজাত শ্রেণির যেকোনো পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিরোধ, স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সে বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্ভাবনা বিভিন্ন ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা দিলেও ফ্রান্সের শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সুসংগঠিত কৃষক সম্প্রদায় ও প্যারিস মহানগরীর বিক্ষুব্ধ সাঁকুলোৎ গোষ্ঠী ও সর্বশেষে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরলে ফ্রান্সেই প্রথম সার্থকভাবে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হয়।

১(ক).২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

প্রাক বিপ্লবী জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু নিছক দুঃখ কষ্টই তাদের বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করেনি। বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটেছিল যদিও চিন্তাজগতে বিপ্লব হবার ফলেই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। আধুনিক কালে প্রতিটি বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এসব বিপ্লবের পূর্বে জ্ঞান ও চিন্তাধারার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। একটা আন্দোলন প্রকৃত বিপ্লবের রূপগ্রহণ করার পূর্বে এমন আদর্শ বা মতবাদের সমর্থন প্রয়োজন, যাতে শুধুমাত্র কর্মসূচির কথা বলা হবে না। সন্ধান মিলবে এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নেরও।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ বিতর্ক রয়েছে। মুনিয়ে (Mounier) নামক জনৈক ঐতিহাসিকের নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠীর লেখকরা মনে করেন যে, সনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিও তারা করেছিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও জড়বাদী নীতির স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিলেন। অপর লেখক গোষ্ঠীর ধারণা হল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকাই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একথা কখনও স্বীকার করা যায় না যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীই একমাত্র এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি হইতে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অসন্তোষ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধি ভিত্তিক প্রকাশমাত্র।

অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী মূলত প্রচার করেছিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মনের সমাজও কয়েকটি সহজ ও মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নিয়মগুলি যুক্তির দ্বারা গ্রাহ্য। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ যুক্তিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "idealised bourgeois intelligence" (আদর্শাশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৌদ্ধিক প্রকাশ) সংক্ষেপে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হইতে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তাদের লেখনীর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধি ভিত্তিক প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর এই মানসিক বিপ্লব ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের অংশমাত্র। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পাণ্ডিত্য ও শানিত ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে চার্চ, রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাদের এই সমালোচনা ছিল অগভীর ও কল্পনাপ্রসূত। ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া অতীত সম্পর্কে এদের জ্ঞান ও ধারণা ছিল সীমিত। ইংল্যান্ডের সংবিধান ও আর্থিক সংগঠন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও এ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল নিতান্তই পরিমিত। সুতরাং বলা যেতে পারে, শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তারা ফরাসি রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিকে কম্পিত করেছিলেন।

১(ক).২.৬ বারোঁ দ্য মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

মন্তেস্ক্যু ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বুদ্ধিজীবী ত্রয়ী মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার ও রুশোর অন্যতম। তিনি উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে একদিকে নিউটন, অপরদিকে জন লকের অনুগামী ছিলেন। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ছিল, বিশ্লেষণধর্মী, সেইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও মৌলিক। পারস্যের পত্রমালা (১৭২১) Parsian Letters নামক গ্রন্থে তিনি পরিহাস ছলে ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম কটাক্ষপাত করেছিলেন। তবে তাঁর অমরগ্রন্থ 'আইনের মর্মকথা' (The Spirit of Laws) অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিন্তা আলোড়নের একটি ফসল। এই গ্রন্থে তিনি ফরাসি জাতির সম্মুখে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি ফরাসি বিপ্লবের সময় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্তেস্ক্যুর উদারনৈতিক মতবাদ পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও বিপ্লব ছিল তার কল্পনার ঊর্ধ্বে। বিশেষ অধিকার-এর বিরুদ্ধে তাঁকে তেমন কিছু বলতে শোনা যায়নি। চার্চের নিরংকুশ অধিকারের বিপক্ষে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি। এমনকি অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি খাড়া করেন, তাঁর মতেও এ ক্ষমতা রাজার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা খর্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) : উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদের একজন পুরোধা। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভলতেয়ার সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষ করে

অভিজাত ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লব সমর্থন করেননি। বরং তাঁদের ভাবধারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থন করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী কৃষক ও শহরের দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তৃতীয়ত, অভিজাত শ্রেণি উচ্চ রাজকর্মচারী আইনজীবী ব্যবসায়ী শ্রেণি প্রধানত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর রচনা পাঠ করতে। তথাপি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে বুদ্ধিজীবীদের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল কেন না তারাই অনুপ্রাণিত করেছেন একদল বিপ্লবী নেতাকে, উদ্বুদ্ধ করেছেন এদের বিপ্লবের পথে, সঞ্চার করেছেন এদের মধ্যে কিছু চরম নীতি ও উগ্র আদর্শ। কেটলবী যথার্থই বলেছেন, "সংসদ বিহীন ফ্রান্সে এসব দার্শনিকবৃন্দই সর্বোচ্চ নেতা।" বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটাননি। কিন্তু তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের প্রভাব কার্যকরী করতে উৎসাহী হয়েছিল। সর্বোপরী নিরক্ষরতা ও কঠোর নিয়ন্তা সত্ত্বেও বিভিন্ন থিয়েটার, রঙ্গালয়, লোকসংগীত প্রচারপত্র ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৯ জানুয়ারি ১৭১৭ খ্রিঃ হেঁরেজারেস নাম্নী নটী এক রমণী পেশাদার ভিখারিনীর মতো জীর্ণ ছিন্ন পোশাক পরে নৃত্যের মাধ্যমে দেশব্যাপী দৈন্য অর্থনৈতিক দূরবস্থা ও বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। অষ্টাদশ শতকের পান্থশালা ও কাফেগুলিও জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে জাতির বৈপ্লবিক উন্মেষের সাহায্য করেছিল। ফরাসি সাঁলোর পৃষ্ঠপোষক রূপে মাদান দ্যুফাঁ, দেপিনে, সুশ্যান প্রভৃতি বহু মনীষীর আপ্যায়নের মাধ্যমে রুশোর নূতন ভাবধারা প্রচারে সাহয্য করেছিল। সেইজন্য বলা যেতে পারে মার্কস ছাড়া লেনিনকে কল্পনা করা যেমন অর্থহীন রুশোকে বাদ দিয়ে রোবসপীয়রের কথা তথা ফরাসি বিপ্লবের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

১(ক).৩ সারাংশ

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল ফরাসি বিপ্লবকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন ও সার্বজনীন উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বলে মন্তব্য করেছেন। ষোড়শ শতকের ডাচ বিপ্লব ও সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের জয়যাত্রাকে এগিয়ে দিলেও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব আধুনিক বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতীক।

এই বিপ্লবের পূর্বে, ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল—যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট। অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক (সাঁকুলোৎ) শ্রেণি তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হলেও, আলোকপ্রাপ্ত, ও উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ফরাসি সমাজে অপরিসীম গুরুত্ব অর্জন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এরাই স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্ব দেয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বে (১৭৮৯-৯৪ খ্রিঃ) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থেই বিপ্লব চালতি হয়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থায় সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ কর ক্যাপিতাসিও ও ভ্যাঁতিয়েম স্থাবর সম্পত্তির উপর কর। অভিজাত ও যাজক শ্রেণি তাদের প্রভাব খাটিয়ে বহু ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দিত। অপর দিকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। এছাড়া পরোক্ষ কর—লবণ কর। আবগারি কর, নগর ও আন্তঃ প্রাদেশিক শুল্ক ছিল অযৌক্তিক ও জবরদস্তি মূলক। ডাকটিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপরও কর আদায় করা হত ইজারাদারের মাধ্যমে। ফলে কর ব্যবস্থার শ্রেণিগত বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণের জন্য রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমল থেকে।

যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র শানিত সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভলতেয়ারের চিন্তাধারার সবচেয়ে বড়ো লক্ষবস্তু ছিল গোঁড়া ধর্মযাজক শ্রেণি, যাদেরকে তিনি মনে করতেন ভণ্ড ও প্রতারক, যাদের সমস্ত বাণী ছিল মিথ্যা বেসাতিমাত্র। তাঁর মতে সব ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ মানুষেরই সৃষ্টি। তিনি সর্বসাধারণের প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মকে আঘাত করে এবং সার্ফ প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেন। তিনি গণতন্ত্রী না হলেও অন্তত প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের জয়গান উচ্চারিত করতেন।

জ্যাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) : ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যমণি রুশো ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী যাঁর 'আত্মচরিত ও সামাজিক চুক্তি' সম্পর্কিত গ্রন্থ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের চরমপন্থী মতাদর্শের প্রবক্তা জ্যাকোবিন দলের নিকট রুশোর সামাজিক চুক্তি ছিল এক পরম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আবেদন যেখানে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমায়িত ছিল, সেখানে রুশোর আবেদন ছিল জনসাধারণের কাছে। তিনি এমন এক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা, যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের সত্যকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রুশোর মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা, মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা। এককথায় রুশোর মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মূল আধার হল জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল রাষ্ট্রের প্রধান এবং শেষ বিচার আদালত।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে রুশোর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। বিপ্লবের ত্রয়ী নীতি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা রুশোর চিন্তাধারা থেকে নেওয়া। ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকোবিন দল রুশোর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই জন্যই বলা হয় রুশো "শৃঙ্খল মুক্ত করেছেন অগণিত ভাবপ্রবণ ব্যাঘ্র" অন্যদিকে ভলতেয়ার মাত্র "সজ্জিত করেছেন যুক্তিপ্রবণ অশ্ব" অর্থাৎ বিপ্লবীদের মধ্যে রুশো সৃষ্টি করেছিলেন অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য এবং সংস্কারকদের জন্য ভলতেয়ার যুগিয়েছেন যুক্তি ও জ্ঞানউন্মেষ জনিত চেতনা। সমকালীন ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে মহাকোষ (Encyclopaedia) সংকলক দিদেরো এবং দ্য এলেমবার্ট ২৮ খণ্ডে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল তথ্য যুক্তির নিরিখে সংকলন করেছিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ফিজিওক্র্যাট নামে এক অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী শিল্প ও বাণিজ্যে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কুয়েসনে (১৬৯৪-১৭৭৪ খ্রিঃ)। ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অভিমত হল—কৃষিকার্য ও ব্যাবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের সকল নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে।

দার্শনিকরা চিত্রিত করে যান এক কল্পনার সুখজগৎ। আর ফিজিওক্র্যাট দল খুঁটিয়ে বলে দেন বাস্তব জগতে কি করা যাবে এবং কি করা উচিত। বস্তুত, বিপ্লব কালের সব স্থায়ী পরিবর্তনের মূলে ছিল ফিজিওক্র্যাটদের প্রস্তাবিত নীতি ও মতবাদ। প্রাক্ বিপ্লবী চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লবের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে আবেমাবলী (১৭০৯-১৭৮৫), মরেলী, জ্যাঁ মেসলিয়ে (১৬৬৪-১৭৩৩) সাম্যবাদী আদর্শের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মেসলিয়ে মানবজাতির মুক্তিকল্পে জনগণকে উৎপীড়ক শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন করেছিলেন। মরেলী সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও আর্থসামাজিক পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। মারলী প্রাকৃতিক সাম্যের আদর্শে রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের যে আলোচনা করেছিলেন তা ব্যবুফের সাম্যবাদের পথ প্রদর্শক রূপে চিহ্নিত করা যায়।

ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী প্রাক্ বিপ্লবী ব্যবস্থাকে তাদের কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে ধ্বংস করলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে তারা এই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সৌধ রচনা করতে ব্যর্থ হন। ১৭৮৯ খ্রিঃ যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে দার্শনিকদের ভাবধারার যোগসূত্র কিছুটা ক্ষীণ ও পরোক্ষ। অনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনের পক্ষপাতী হলেও রুশো ব্যতীত

প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয়েছে — আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং ওজন মাপার অভাবনীয় বৈচিত্র্যে। প্রাক-বিপ্লবী ফরাসি প্রশাসনের আর—এক উল্লেখযোগ্য দিক হল সর্বজনীন আইনবিধির অভাব। বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও দণ্ডবিধি ছিল অমানুষিক। চতুর্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্নীতি পরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে তুর্গো, ক্যালোন ব্রিঁয়া নেকার প্রভৃতি প্রশাসন সংস্কার রূপায়ণে ব্যর্থতা ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম করে।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী জনসাধারণের সামনে এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরে যা বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে।

ব্যারোঁ দ্য মন্তেস্কু-র (১৬৮৯-১৭৫৫) অমর গ্রন্থ আইনের মর্মকথা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়—সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করে। অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও চার্চের নিরঙ্কুশ অধিকারের বিরুদ্ধে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষত অভিজাত ও যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জ্যা জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) মতবাদের মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা ও মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা।

মহাকোষ সংকলক ডেনিস দিদেরো, দ্য এলেমবার্ট ও ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী মারলী, মরেলী ও মেসলিয়ে সনাতনী ব্যবস্থার বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেন। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বিপ্লব না ঘটালেও, তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

একক ১(খ) ❑ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

গঠন

১(খ).০ উদ্দেশ্য
১(খ).১ প্রস্তাবনা
১(খ).২ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা
১(খ).৩ ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)
১(খ).৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)
১(খ).৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ৮৯)
১(খ).৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯১)
১(খ).৭ রাজতন্ত্রের পতন—(আইনসভা : অক্টোবর ১৭৯১-২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)
১(খ).৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ
১(খ).৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব ১৭৯২-১৭৯৫
১(খ).১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য
১(খ).১১ সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা
১(খ).১২ সারাংশ
১(খ).১৩ অনুশীলনী
১(খ).১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককে বিপ্লবী দশকের ঘটনাপ্রবাহকে—অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৮), বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯), জনগণের বিপ্লব (১৭৮৯), সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১), রাজতন্ত্রের পতন (১৭৯২), ইউরোপীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রসার (১৭৯২- ৯৩), জাতীয় কনভেনশন ও সন্ত্রাসের শাসন (১৭৯২-৯৪), ডাইরেকটরি শাসন (১৭৯৫-৯৯) পর পর তুলে ধরা হয়েছে।

১(খ).১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। ফরাসি রাজ ষোড়শ লুইয়ের স্টেটস জেনারেল আহ্বানে (৫মে, ১৭৮৯খ্রিঃ) ফরাসি বিপ্লবের সূচনা। বিপ্লবের সমাপ্তি সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন নেপোলিয়নের উত্থান (১৭৯৯); আবার অনেকে মনে করেন ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনে। কারণ তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ ঘটে।

অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। অভিজাত শ্রেণি পুরাতন ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন চায়নি। বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ— তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা ১৭৮৯-এর ১৭ জুন এস্টেট জেনারেলকে জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। বাস্তিল কারাদুর্গের পতনকে কেন্দ্র করে ১৭৮৯-র ১৪ জুলাই যে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে তাকে গণবিপ্লবের প্রতীক বলা যায়। মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (১৭৮৯, ২৬ আগস্ট) "পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল"।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসুলভ স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি উনিশ শতকের সমগ্র ফরাসি রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়। আইন সভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে (১৭৯২, ২০ এপ্রিল) যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন হয়।

জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে (১৭৯২ খ্রিঃ)। ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তিজোটের মোকাবিলার জন্য এক জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে জননিরাপত্তা পরিষদ নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করে কনভেনশনের প্রথম পর্যায়ে জিরন্ডিস্ট গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও, ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকবিন দল প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সঙ্গে যৌথ নেতৃত্ব স্থাপন, সন্ত্রাস শাসনের মূল ভিত্তি। সন্ত্রাসের শাসন কারও কাছে জ্যাকবিন বিপ্লবী আদর্শের উদ্দীপনাময় স্ফুরণ। আবার কারও কাছে "ঘৃণ্য বিভীষিকা" যখন অকারণে রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল।

থার্মিডর অভ্যুত্থান (১৭৯৪, ৩১ আগস্ট) মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের বিপ্লবী জনতার ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অবসান হয় ও ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবার ক্ষমতা দখল করে। ডিরেকটারি শাসন (১৭৯৫-৯৯) একদিকে সন্ত্রাস শাসনের ভয়াবহতা ও অপরদিকে নেপোলিয়নের চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যপর্বী পাঁচ বছরের ইতিহাস কিছুটা অবহেলিত বস্তুত বিপ্লবের গতি ফ্রান্সে মন্দীভূত হলেও ডিরেকটারি শাসন ক্রমশ ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

১(খ).২ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের সূচনা সাধারণভাবে বলা হয় ১৭৮৯ সালের ৫ মে, স্টেটস জেনারেল অধিবেশন আহ্বান। কিন্তু এই বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। কারো মতে, রোবসপিয়ারের মৃত্যু বা নেপোলিয়নের উত্থানে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছিল। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নেপোলিয়নের উত্থান বিপ্লবের সমাপ্তি নয়। ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ। তবে ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার কখন শুরু আর কখন শেষ সে সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক অর্থহীন। কারণ ১৭৮৯ সালে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার জের চলেছিল ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে তবে প্রধানত ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনকেই ফরাসি বিপ্লব অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, চারটি নাটকীয় শব্দের মাধ্যমে এই সময়ের ঘটনাবলীকে বিধৃত করা যেতে পারে যথা—বিপ্লব, যুদ্ধ, একনায়কতন্ত্র ও সাম্রাজ্য। আমরা এই অধ্যায়ে ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীকে উপস্থাপনা করব।

১(খ).৩ ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)

১৭৮৭ সালের শেষ দিকে ফ্রান্সে পর্যটনরত আর্থার ইয়ং মন্তব্য করেছিলেন যে, ফ্রান্স এক বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই বিপ্লব কি রূপ নেবে তা তিনি বুঝতে পারেননি। শ্যাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) পরে লিখেছিলেন—প্যাট্রিসিয়ানরা

যে বিপ্লব আরম্ভ করে, প্লিবিয়ানদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক লেফেভর বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ও প্রথম পর্বে অভিজাত শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাতবর্গের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর থেকে অভিজাত শ্রেণি সরকারি কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করত ও সরকারের যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনঃপুত হত না তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য যে প্রশাসনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে নেকার (Neeker), ক্যালোন (Calonne) ও পরে ব্রিয়াঁ (Brienne) অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিকে যেভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন তাকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ১৭৮৭-১৭৮৮ সালে রাজতন্ত্র ও অভিজাত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তিক্ত সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। তার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ফরাসি রাজস্বমন্ত্রী ক্যালোন যিনি ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য এক দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক বিপ্লবী ফরাসি প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির স্থায়ী সমাধানের জন্য অভিজাত গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধার অবসান ও দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক শুল্কের বাধা দূর করে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যর পৃষ্ঠপোষকতা তথা অভ্যন্তরীণ শিল্প গড়ে তোলবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। শুধু বাণিজ্য শিল্পের স্বয়ম্ভরতা নয়, কৃষক শ্রেণির দুর্গতি মোচনের জন্য তিনি কৃষকদের উপর অত্যাচারমূলক তিনটি প্রধান কর—লবণকর, বেগারখাটা এবং বিশেষ করে সরকার আরোপিত প্রধান কর তেই (Taille) সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ কর 'তেই'-এর একদশমাংশ হ্রাস করে লবণ কর ও বেগারখাটা সম্পূর্ণ রদ করে তিনি কৃষক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণে উদোগী হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অভিজাত গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ সুবিধা হ্রাস করা। অবশ্য তিনি অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিগত মাথাপিছু কর অথবা বেগারখাটা এবং ধর্ম সংক্রান্ত করের (Tithe) আওতা থেকে অভিজাত শ্রেণিকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

ক্যালোনের অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য ষোড়শ লুই ১৭৮৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ভার্সাই নগরীতে দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আহুত ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১৪ জন ছিলেন অভিজাত উচ্চ রাজকর্মচারী ও ধর্মযাজক ও মাত্র ৩০ জন ছিলেন তৃতীয় এস্টেট-এর প্রতিনিধি। ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পুরাতন ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা ও ফরাসি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করা।

লুই-এর অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাত শ্রেণি বুঝতে পেরেছিল যে, ক্যালোনের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তাদের দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে।

ক্যালোনের উত্তরাধিকারী অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁ ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার সূচিকে ১৭৮৭, ৯ মে আংশিক সংশোধন করে প্রতিনিধি সভায় পুনরায় পেশ করেন। কিন্তু প্রতিনিধি সভা নির্দেশ দেয় যে প্রস্তাবিত সংস্কার যেহেতু দীর্ঘদিনের স্বীকৃত অভিজাত যাজক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে খণ্ডিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেজন্য ফ্রান্সের প্রধান বিচারালয় প্যারিসের পার্লেমেন্ট অথবা সমগ্র ফ্রান্সের এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন একান্ত কাম্য। ষোড়শ লুই ব্রিয়াঁর পরামর্শে ২৫ মে, ১৭৮৭ সালে বিশিষ্ট অভিজাতবর্গের মহাসম্মেলন স্থগিত রাখেন যার মূল তাৎপর্য হল—ষোড়শ লুই অভিজাত শ্রেণির সমর্থন পুষ্ট প্যারিসের পার্লেমেন্টের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যর্থ হলেন। অভিজাত শ্রেণির মদত পুষ্ট প্যারিস পার্লেমেন্ট (২৮ জুন, ১৭৮৭) ঘোষণা করল যে, এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া নতুন কর প্রবর্তনের কর্মসূচি রূপায়ণ করা আইনসিদ্ধ নয়। অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁর পরামর্শে রাজা ষোড়শ লুই বিশেষ জরুরি ক্ষমতা

প্রয়োগ করে (Lit-De-Justice) প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্যারিসের পার্লেমেন্ট তাদের সেই প্রস্তাবকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ক্রুদ্ধ ষোড়শ লুইয়ের সরকার তখন ১৫ আগস্ট পার্লেমেন্টকে প্যারিস মহানগরী হইতে উত্তর ফ্রান্সের ত্রোয়া শহরে (Troyes) নির্বাসিত করে। কিন্তু প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি প্যারিসের পার্লেমেন্টকে সমর্থন করল, বিশেষ করে বোর্দো, তুলোঁ প্রভৃতি প্রাদেশিক পার্লেমেন্টগুলি এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণির শক্তিপুষ্ট প্রতিনিধি সভাগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতাকে নানাভাবে মদত যুগিয়েছিল। ১৭৮৮ মে-জুন মাসে ডাফনী প্রদেশে পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে অভ্যুত্থান ঘটে যদিও এই প্রাদেশিক অভ্যুত্থানগুলিতে রক্তাক্ত ঘটনার পরিচয় খুব ব্যাপক রূপ লাভ করেনি। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়েছিল। এদিকে ব্রিয়াঁর পদে স্থলাভিষিক্ত হলেন নতুন অর্থমন্ত্রী নেকার। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভ, প্রশাসনের বিপর্যয় তথা আর্থিক তথা আর্থিক সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য নেকার শেষ পর্যন্ত ৫ জুলাই ১৭৮৮ সালে এস্টেট জেনারেল আহ্বান করতে বাধ্য হন। এবং ১৭৮৯ সালে ১ মে ভার্সাই শহরে এর প্রথম অধিবেশন আহুত হয়।

১৭৮৭-৮৮ খ্রিঃ অভিজাত শ্রেণির কাছে রাজার এই পরাজয়কে লেফেভার বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রুদে এই ঘটনাকে 'বিপ্লব' না বলে বিদ্রোহ অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তারা পুরাতন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন চায়নি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা মূল উদ্দেশ্য হলেও তারা তাদের সংগ্রামকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে দার্শনিক রুশোর গ্রন্থ ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বিজয়কে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করে এক বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণায় মহিমান্বিত করেছিল।

১(খ).৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)

১৭৮৯ সালের ৫মে আহুত এস্টেটস জেনারেল-এর মোট সদস্য ছিল ১২১৪ জন তার মধ্যে তৃতীয় এস্টেট এর প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬১২ জন। মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এবং সভা পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণের ফলে এস্টেট জেনারেল প্রতিনিধি সভায় রূপান্তরিত হয়। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এস্টেট-এর বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, ১৬১৪ সালের পর ১৭৫ বছর বাদে ১৭৮৯ সালে অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রচলিত প্রথা ও বৈষম্যমূলক আদব-কায়দা বিশেষ করে পোশাক-আশাক সম্পর্কে পুরানো রীতির বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেট প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পত্র (Cahier) আহ্বান করা হয়। যাজকও অভিজাত শ্রেণি তাদের চিরাচরিত বিশেষ সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ দাবি করলেও তারা নীতিগতভাবে কর ব্যবস্থার বৈষম্য বিলোপ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভূমিকা, বিশেষত মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচার ও অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিল। তবে তৃতীয় এস্টেটের অভিযোগ পত্রে দাবি দাওয়া ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তারা বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, স্বৈরতন্ত্রের অপব্যবহার ছাড়াও সাম্যের আদর্শ তুলে ধরেছিল। তারা অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ-সুবিধার এবং সামন্ততান্ত্রিক অন্যায় ও অযৌক্তিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য এদের অভিযোগ পত্রে কৃষকদের জমির উপর অইধকার সম্পর্কে কোনো দাবি করা হয়নি। শহরের দুঃস্থ সাঁকুলোৎ শ্রেণির অভাব-অভিযোগের কথাও তুলে ধরা হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মসূচি রূপায়ণে তৃতীয়

এস্টেটের সদস্যরা ১৭ জুন নিজেদের জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। এই ঘটনার তিনটি দূর প্রসারী তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব মূলত তাদেরই হাতে, দ্বিতীয়ত, এই ঘোষণা প্রচলিত আইন রীতি বিরোধী, তৃতীয়ত এই ঘোষণার অর্থ হল রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিকল্প হিসাবে জাতীয় সার্বভৌমিক ক্ষমতার দাবিদার হিসাবে জাতীয় সভার নজিরবিহীন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ। অবশ্য তারা অভিজাত শ্রেণি ও যাজক সম্প্রদায়ের কিছু উদারচেতা সদস্যদের সমর্থন আশা করেছিল যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, কঁদরসে (Condarcet), ট্যালির‍্যাঁ (Tallyraud), সিয়েস (Sieyes) ও মিরাব্যো (Mirabeau)। এই জাতীয় সভার প্রথম ও প্রধান কর্মসূচি বিপ্লবী ফ্রান্সের এক লিখিত সংবিধান রচনা যার জন্য এই সভা ফ্রান্সের ইতিহাসে সংবিধান সভা নামে পরিচিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সভা যে নবযুগের সূচনা করেছিল তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২৬ আগস্ট ১৭৮৯ ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র রচিত হয়। সংবিধান সভা নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ঘোষণা করেছিল। সাম্য-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবাধিকার—মুক্তি, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে মানবাধিকার। জনগণের সার্বভৌমত্ব— 'সব সার্বভৌম অধিকার মূলত জাতির হাতে ন্যস্ত।' আইনের প্রকৃতি— 'সমষ্টিগত ইচ্ছাই আইন' ..... আইনের চোখে সকলেই সমান।' আইনের প্রাধান্য বিনা কারণে এবং আইনসিদ্ধ নিয়ম ব্যতিরেকে কাউকে দোষী সাব্যস্ত, আটক বা বন্দি করা যাবে না। ব্যক্তি মালিকানা অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র অধিকার।

এই মানব অধিকার ঘোষণা পত্রে সরকারি ক্ষমতা বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলে অঙ্গীকার করা হয়। ফরাসি ঐতিহাসিক অলাড় (Aulard) মন্তব্য করেছেন যে, এই ঘোষণাপত্র ফরাসি পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রুদে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, মানব অধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন আদর্শের মহিমাকীর্তন করা হলেও ইহা মূলত বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের দলিল।

১(খ).৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ১৭৮৯)

বুর্জোয়া শ্রেণির দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় মহাসভা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলেও রাজা ও অভিজাত শ্রেণি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমগ্র দেশ বিশেষ করে প্যারিসের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি—খাদ্য উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও সরকারের বৈষম্যমূলক কর নীতি ফ্রান্সের নিম্নবর্গীয় মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল। এই সময় ১১ ষোড়শ লুই নেকারকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। তিনি যে ইন্ধন যোগালেন তা ফরাসি বিপ্লবে জনগণের ক্ষোভকে এক নতুন মাত্রা দিল। তারা আশংকা করল এর ফলে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হতে পারে। ১২ জুলাই যখন তারা এই সংবাদ শুনল তখনই এক তীব্র গণবিস্ফোরণের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। বিকেলের দিকে প্যারিসের বিপ্লবী জনতা সমবেত হয় প্যালেস রয়ালের উদ্যানে, এখানে কামিই দেমুল্যা (Camille desmoulins) জনতাকে সশস্ত্র হতে আহ্বান জানান। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ মিছিল বের করল। কিন্তু প্যারিসের সামরিক কমাণ্ডার বেঁজ্যাভাল (Besenvel) রাজধানী থেকে কিছু দূরে সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করলেন। ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্যারিস নগরীর কর্তৃত্ব চলে গেল। সেই পটভূমিতে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে, বাস্তিল দুর্গের পতনকে অতিরঞ্জিত করে উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসাবে যে বর্ণনা করে তা সঠিক না হলেও আক্রমণকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী ফবার্গসেন্ট অ্যান্টনির খেটে খাওয়া কারিগর ছিল। বিপ্লবের ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন